আকাশবাণীশিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

14 APRIL 2026 **7:45—7:55**

---

(১) রাষ্ট্রপতি , উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পয়লা বৈশাখ ,রঙ্গালী বিহু ,বৈশাখী ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে দেশবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ।

(২) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আজ রঙ্গালী বিহুর প্রথম দিন গরু বিহু হিসেবে উদযাপন ।

(৩) বরাক উপত্যকার তিন জেলায় আজ চৈত্রসংক্রান্তি ও চড়ক পূজার আয়োজন ।

এবং

(৪) ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ড.বি আর আম্বেদকরের ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন ।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা বৈশাখ , রঙ্গালী বিহু , বৈশাখী , বিষু , বিষুব , বৈশাখাদী , মেষাদী এবং পুথান্দু উপলক্ষে দেশের জনসাধারণ সহ প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন ।সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত এই উৎসব উৎসাহ ও উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে । শ্রীমতী মুর্মু বলেন এই উৎসবের মাধ্যমে জনসাধারণ মাতৃস্বরূপা ধরিত্রী এব্য অন্নদাতা কৃষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে । এই উৎসব দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য , কৃষি পরম্পরা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তাকে প্রতিফলিত করে ।এই উৎসব সবার জীবনে সুখ , সমৃদ্ধি বয়ে আনা সহ জনসাধারণকে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করে যেতে উৎসাহিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন ।

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী রাধাকৃষ্ণন বলেন যে এই প্রাণবন্ত উৎসব এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের বাণীকে প্রতিফলিত করে ।এই ধরণের উদযাপন কৃষিকার্যের সূচনা করা সহ মানুষ , প্রকৃতি এবং পরম্পরার মধ্যে বাঁধন আরও শক্তিশালী করে বলে মন্তব্য করেন ।
সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই উৎসব কৃতজ্ঞতাবোধ , নতুন আশার সঞ্চার করা সহ দেশকে অন্ন সরবরাহ করা কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের মূল্যায়ণ করে ।নতুন বছর সবার জন্য সুখ , সাফল্য , সুস্বাস্থ্য ও আনন্দময় হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।

সমগ্র রাজ্যে আজ রঙ্গালী বিহুর প্রথম দিন গরু বিহু হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে । এ উপলক্ষ্যে সকাল থেকে নদীর ঘাট ও খাল বিলগুলিতে পরম্পরাগত রীতি নীতি অনুসারে গরুর গা ধুইয়ে বছরব্যাপী গোধনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয় ।
কাছাড় জেলার অসমীয়া বস্তি ,ঝাপিরবন্দ ,লারসিংপার ইত্যাদি স্থানেও আজ গরু বিহু পালন করা হয় ।
শ্রীভুমি জেলার বরগুল ,ঘিলাইজান সহ অন্যান্য অসমীয়া অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে আজ সকালে পরম্পরাগত গরু বিহু পালন করা হয় ।
হাইলাকান্দি জেলার অসমীয়া অধ্যুষিত দরকাপুর গ্রামে আজ গরু বিহু উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীরা গরুকে স্নান করিয়ে পূজা অর্চনা করেন । উল্লেখ্য আগামী সাত দিনব্যাপী দরকাপুর গ্রামে বিহু উদযাপনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ।
এদিকে আজ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড় ,শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দিতে ঘরে ঘরে গৃহ দেবতার আরাধনা সহ বিশেষ পূজোর আয়োজন করা হয় । বছরের শেষ দিনের এই বিশেষ মূহূর্তকে ঘিরে মানুষের মধ্যে আনন্দ ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়েছে । এদিকে চৈত্র সংক্রান্তিতে আজ পুরোনো প্রথা অনুযায়ী স্বাস্থ্য সচেতনতা ও লোকবিশ্বাস অনুসারে নিম ,নিশিন্দা ইত্যাদি তেতো খাবার খাওয়ার প্রচলন রয়েছে ।

এছাড়াও টক ডাল , কাঁচা কাঠালের তরকারি সহ নানা ধরণের পিঠে পায়েস ইত্যাদিও খাওয়া হয় ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলার বিভিন্ন স্থানে আজ চৈত্র সংক্রান্তিতে পরম্পরাগত প্রথা মেনে চড়ক পূজো তথা গাজন উৎসবের আয়োজন করা হয় ।

কাছাড় জেলার শিলচর আশ্রম রোড,চিরুকান্দি ,গান্ধী মেলার মাঠ ,শ্মশানঘাট , কালীবাড়ি চর ,দুধপাতিল বাঘমারা মাঠ ,সুভাষনগর ,দাসকলোনী ইত্যাদি এলাকায় আজ চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
হাইলাকান্দি জেলায় চড়ক পূজোর মূল অনুষ্ঠানটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে আয়োজিত হয় ।
অনুরূপভাবে শ্রীভূমি জেলায়ও উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই পূজোর আয়োজন করা হয় ।
তিন জেলায় এই পূজোকে কেন্দ্র করে গাজনের মেলা , নানা ধরণের দোকান ,খাবারের স্টল ইত্যাদি বসে । পুরোনো বছরের শেষে জেলার গ্রাম শহরে এই জনপ্রিয় লোক - উৎসবে অগণিত ভক্ত সমাগম পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আমাদের তিন জেলার সংবাদদাতারা জানিয়েছেন ।

এদিকে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে জনসাধারণ প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ন করে তুলেছেন । উপত্যকার তিন জেলায় চৈত্র সেলের বাজার তথা হাটে বাজারে আজ বছরের শেষ দিনে জামা কাপড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করতে উপচে পড়া ভীড় পরিলক্ষিত হয়েছে ।
এদিকে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে স্বাগত জানাতে আগামীকাল বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে । সম্মেলনের আদর্শ- বৃহত্তর বাঙালি জাতিসত্তার ভাবনাকে সামনে রেখে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন ভাষা ও জনগোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে, ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তায় পৌঁছে দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে । আগামীকাল সকাল সাড়ে ছ'টায় শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জমায়েত হবে । এরপর সকাল সাতটায় শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে শিলচর বঙ্গ ভবনে এসে শেষ হবে । এই শোভাযাত্রাকে সফল করে তুলতে শিলচর ব্যায়াম বিদ্যালয়, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, রূপম, পূবালী সহ বিভিন্ন সংগঠন একযোগে এই সামিল হচ্ছে বলে সংগঠনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ।

জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের জন্য গঠিত বিচারপতি সৌমিত্র শইকিয়ার তদন্ত কমিশন হাফলং উপকারাগারে থাকা দুজন অভিযুক্ত শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে কারাগারে জেরা করে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ

করেছে ।কমিশনের গুয়াহাটী চান্দমারী কার্যালয় থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ি গতকাল এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ১৭ ই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে । বিচারপতি শ্রী শইকিয়া ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযুক্ত দুজনের ভাষ্য গ্রহণ করছেন ।

পাশ্ববর্তী অরুণাচলপ্রদেশের উপ-মূখ্যমন্ত্রী সৌনা মেইনকে ব্রহ্মপুত্র গৌরব সম্মান প্রদান করা হয়েছে । নতুন দিল্লীতে আয়োজিত এক জাতীয় সম্মেলনে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয় ।উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ এই সম্মান প্রদান করেন ।

ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের আজ ১৩৬ তম জন্ম বার্ষিকী । স্বাধীনতা সংগ্রামী , শিক্ষাবিদ , আইনজ্ঞ এবং সমাজ সংস্কারক ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ১৮৯১ সালের আজকের দিনটিতে মধ্যপ্রদেশের একটি দলিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।তাঁর জন্মদিবস প্রতি বছর সমতা দিবস হিসেবে পালন করা হয় । এই দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জনসাধারণকে বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সমাজ সংস্কারক ডঃ আম্বেদকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ।উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ ,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ,লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা , রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সংসদ ভবনের সদস্যরা এই দিবস উপলক্ষে সংসদ ভবনের প্রেরণা স্থলে থাকা ডঃ বি আর আম্বেদকরের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মা মহান চিন্তাবিদ , সংবিধান প্রণেতা এবং সমাজ সংস্কারক ডঃ আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন । ডঃ আম্বেদকরের দর্শন একটি সমতাপূর্ণ , ন্যায়সঙ্গত এবং শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন ।

অনুশুচিত জাতি পরিষদের শিলচর শাখার উদ্যোগে আজ শিলচর উন্নয়ন ভবনের সামনে আম্বেদকরের প্রতিমূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় ।

নেতাজি চর্চা সমিতির কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে আজ শিলচর গান্ধীবাগের নেতাজী মূর্তির পাদদেশে মৈরাং দিবস পালন করা হয়েছে । এ উপলক্ষ্যে আজ সকালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় । সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সুব্রত চন্দ্র নাথ , সহ-সভাপতি নির্মল কুমার দাস , ভবতোষ চক্রবর্তী প্রমূখ নেতাজী মূর্তিতে মাল্যদান করেন । পরে আয়োজিত আলোচনা সভায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর আপসহীন সংগ্রাম নিয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন । উল্লেখ্য ১৯৪৪

সালের আজকের দিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানী কর্নেল শওকত মালিক মণিপুরের মৈরাং-এ ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ।

হাইলাকান্দি জেলায় চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় হতাশাজনক ফলাফলকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে । জেলার শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ুক্ত অন্তরা সেন গোস্বামী জানিয়েছেন যে জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের বিষয় তদন্ত করতে বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক তাপস দত্তকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের জবাবদিহি করতে হবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে । উল্লেখ্য হাইলাকান্দি জেলার যেসব স্কুলের পাশের হার ১০ শতাংশের নীচে, সেগুলিকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হাইলাকান্দি এস এস কলেজের নাম সংশোধন করে শ্রীকিশান সারদা কলেজ করেছে এবং জেলার নাম হাইলাকান্দি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । কলেজের তৎকালিন অধ্যক্ষ ডক্টর রতন কুমার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে দায়িত্ব গ্রহন করার পর কলেজের নাম ও ঠিকানা সংশোধনের জন্য ইউ জি সি-র কাছে পত্র প্রেরণ করেন । দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ইউ জি সি আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের নাম ও ঠিকানা সংশোধন করার ক্ষেত্রে অনুমোদন জানিয়েছে । উল্লেখ্য ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকিশান সারদা কলেজ ইউ জি সির তালিকায় এস এস কলেজ নামে পরিচিত ছিল এবং ঠিকানা ছিল কাছাড় জেলা ।

ডিমা হাসাও জেলার শিখ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আজ হাফলং-এ বৈশাখি উৎসব পালিত হয়েছে । এই উৎসবটি খালসা পন্থও বলা হয়ে থাকে । হাফলং গুরুদ্বারা পরিচালন সমিতির উদ্যোগে আজ হাফলং গুরুদ্বারায় সমবেত প্রার্থনা ,কীর্তন সহ পতাকা উত্তোলন ও মহাপ্রসাদ বিতরনের আয়োজন করা হয়েছে । উল্লেখ্য ১৬৯৯ সালে দশম শিখ গুরু শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং-জী খালসা পন্থের সূচনা করেছিলেন ।